দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ 26 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

নয়া এডিপিতে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ

সাড়ে ২৪ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন

জাকারিয়া কাজল ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ব্যর্থতার জন্য মন্ত্রণালয়গুলোর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন অর্থমন্ত্রী। প্রতিবছরই অব্যবহৃত থেকে যায় বরাদ্দকৃত টাকা। তারপরও ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জন্য নেয়া হয়েছে ২৪ হাজার ৫শ' কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)। সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে। অর্থমন্ত্রী বললেন, ১৪ কোটি মানুষের জন্য এই বরাদ্দ তেমন কিছুই নয়। অর্থমন্ত্রী আরো বললেন, স্বপ্ন দেখতে ৮-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

নয়া এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবে, যদি নিজেদের 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' না থাকে তবে লক্ষ্য পূরণ কি করে হবে? তিনি বলেন, শতভাগ বাস্তবায়ন ফেরেশতাও করতে পারবে না। গতকাল অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলরা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জন্য ২০ হাজার ৫শ' কোটি টাকার সংশোধিত এডিপি এবং ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জন্য ২৪ হাজার ৫শ' কোটি টাকার এডিপি অনুমোদন করা হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের এডিপি ২০০৫-০৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির তুলনায় ৪ হাজার কোটি টাকা (১৯ দশমিক ৫১ শতাংশ) বেশী। এই এডিপিতে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থবছরের জন্য প্রণীত ২৪ হাজার ৫শ' কোটি টাকার এডিপিতে স্থানীয় মুদ্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা (৬৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ) যোগান দেয়া হবে। বাকি ৭ হাজার ৫শ' কোটি টাকা (৩০ দশমিক ৬১ শতাংশ) প্রকল্প সাহায্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থায়নের উৎসব হিসেবে মোট এডিপির ৫২ শতাংশ ১২ হাজার ৬শ' ৫০ কোটি টাকা দেশজ সম্পদ এবং বাকি ৪৮ শতাংশ ১১ হাজার ৮শ' ৫০ কোটি টাকা বৈদেশিক সম্পদ থেকে পাওয়া যাবে। এই এডিপিতে মোট প্রকল্প সংখ্যা ৮শ' ৫৬টি। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৭শ' ১২টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১শ' ৪৪টি। নতুন অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প ২৯টি। রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ৬৮টি। এই এসব প্রকল্প বাবদ ৭শ' ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর বরাদ্দ ৭শ' ৯০ কোটি টাকাসহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের মোট আকার হবে ২৫ হাজার ২শ' ৯০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে। এ খাতে ১৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৩ হাজার ২শ' ৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত বিদ্যুতে ১২ দশমিক ৭৩ শতাংশ অর্থাৎ ৩ হাজার ১শ' ২০ কোটি টাকা। পল্লী উন্নয়ন খাতে ১২ দশমিক ২৩ শতাংশ ২ হাজার ৯শ' ৯৬ কোটি টাকা, পরিবহন খাতে ১২ দশমিক ২০ শতাংশ ২ হাজার ৯শ' ৯০ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে ৯ দশমিক ২৬ শতাংশ ২ হাজার ২শ' ৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি খাতে আগামী অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ৬শ' ৪৪ কোটি টাকাসহ আগামী অর্থবছরে তা দাঁড়াবে ১ হাজার ৬শ' ২৫ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের এডিপিতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের নীতিমালা ও কলাকৌশলের আলোকে কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি, মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক) অপরাধ দমন ও স্থানীয় সুশাসন খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, এই এডিপিতে গ্রাম সরকারের মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তার অনুকূলে সাড়ে ৪১ কোটি, উপজেলা উন্নয়ন সহায়তায় ও ইউপি উন্নয়ন সহায়তায় ৯৮ কোটি টাকা করে স্থানীয় মুদ্রা সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেটে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় প্রণীত হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ১ হাজার ১২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৮শ' ৩৯টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১শ' ৭৩টি। এডিপি বাদে ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৯৫টি কর্মসূচী/প্রকল্পে ৯শ' ৯৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সংশোধিত ২০ হাজার ৫শ' কোটি টাকার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রার পরিমাণ ১৪ হাজার ৪শ' ৭৫ কোটি (৭০ দশমিক ৬১ শতাংশ) এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৬ হাজার ২৫ কোটি টাকা (২৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ) এবং সংশোধিত এডিপিতে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ৯২ দশমিক ৭৪ কোটি এবং বিশেষ জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ নির্বাহের লক্ষ্যে ১শ' ৭৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আগের অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ৮ শতাংশ বেড়েছে।

আগামী অর্থবছরের এডিপিতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৬৮টি কর্মসূচী/প্রকল্পের আওতায় ৭শ' ৯০ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হবে। এ ধরনের প্রকল্প অতীতে এডিপির আওতায় বাস্তবায়ন করা হত। কিন্তু স্বল্প ব্যয়যুক্ত নিয়মিত বা অবিচ্ছিন্ন ধরন ও আবর্তক ব্যয় সম্পন্ন কর্মসূচী/প্রকল্পগুলো সংস্কার নিয়মিত কার্যক্রমের অনুরূপ বিবেচনায় এসব প্রকল্প এডিপির বদলে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সভাশেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, এডিপির পুরো বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব হয় না। চলতি এডিপির শ্লথ গতির প্রসঙ্গ টেনে অর্থমন্ত্রী বলেন, এবার বন্যার ফলে লক্ষ্য পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। আগামী অর্থবছরের এডিপিতে স্থানীয় মুদ্রার সংস্থান প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, অভ্যন্তরীণ খাত হতে তা সংগ্রহ করা হবে। এক্ষেত্রে কর প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো ও ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন। ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে কৃষিতে ব্যবহৃত ডিজেলের ভর্তুকি প্রদানের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে এম. সাইফুর রহমান বলেন, কৃষিতে এবার অনেক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বাজেট নির্বাচনমুখী হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, বাজেট হবে জনকল্যাণমুখী। আর জনকল্যাণমুখী হলে তা নির্বাচনমুখী হয়ে যায়।